দৈনিক আমাদের সময়

12 APR 2017

চবির জমি দখলে ৪ উপাচার্যের নাম

মীর রাতুল হাসান, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) জমি দখল করে রেখেছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই তিন সাবেক উপাচার্য। তারা হলেন– মোহাম্মদ ফজলী হোসেন, এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরী ও ড. এম বদিউল আলম। এ ছাড়া বেসরকারি ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফসিউল আলমের বিরুদ্ধেও চবির ভূমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান অন্তত ৪০ শিক্ষকের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভূমি কর্মকর্তা (ডেপুটি রেজিস্ট্রার ভূমি) জাকের আহমেদও দখল করে রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি। তাদের কাছ থেকে অন্তত ১০০ শতক জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ১৪টি মামলার মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

ড. এম বদিউল আলম

মোহাম্মদ ফজলী হোসেন

ড. ফসিউল আলম

এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়তন এক হাজার ৭৫৩ একর। হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের জুবরা মৌজায় অবস্থিত এ ভূমির বেশিরভাগই টিলা ও পাহাড়। এসব পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে মনোরম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। বর্তমান উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী সীমানা দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়ে জানতে পারেন– শিক্ষক, সাবেক উপাচার্য ও কর্মকর্তারা দখল করে রেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের টানা চেষ্টার পর সাবেক তিন উপাচার্য তাদের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তবে ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফসিউল আলমের বাধার কারণে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণকাজের এক অংশ বন্ধ রয়েছে। গত এক বছরে সাড়ে ১৩ কিলোমিটার সীমানাপ্রাচীরের মধ্যে সাড়ে তিন কিলোমিটার সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের পূর্ব পাশে অধ্যাপক ফসিউল আলমের মালিকানায় হিলসাইড টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। যার একপাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানাসংলগ্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাগোডাসংলগ্ন মিঠাছড়া খালের জমির মালিকানা দাবি করে তৃতীয় জেলা যুগ্ম জজ আদালতে মামলা করেছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকার পাহাড়ি জমির পানি এই খাল দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে খালের জমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে লিজ চেয়ে আবেদন করে চবি প্রশাসন। মামলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাগোডাসংলগ্ন এলাকায় সীমানাপ্রাচীর নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফসিউল আলমের কাছে মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এসব বিষয়ে ফোনে কথা বলা যাবে না। ফেনীতে এসে কথা বলতে হবে বলেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন তিনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলমের বাড়িসংলগ্ন অবৈধ দখলে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

চবির জমি দখলে ৪ উপাচার্যের নাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর) থাকা ৬ শতক জায়গা উদ্ধার করেছে চবি প্রশাসন। প্রথমে বাধা দিলেও পরে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন তিনি। ২০০৬ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পরে উপাচার্যের পদ অব্যাহতি দেওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখলের অভিযোগে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ তার পেনশন স্থগিত করেন। তবে ওই উপাচার্যের মৃত্যুর পর ২০১১ সালে দায়িত্ব পাওয়া ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলাউদ্দিন পেনশনের টাকা ফেরত দেন।

২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে থাকা উপাচার্য অধ্যাপক এজেএম নূরুদ্দীন চৌধুরীর দখলে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতক জায়গা উদ্ধার করেছে চবি প্রশাসন। জায়গা ছেড়ে দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তা দাবি করেন তিনি। অথচ উপাচার্যের বাড়ির দক্ষিণ পাশ দিয়ে চলাচলের রাস্তা রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফজলী হোসেন আরএস মূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অধিগ্রহণ করা জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করেছেন। ওই জায়গাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বিএস না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি মিস মামলা করেছেন। এর সঙ্গে চবির সাবেক প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা তফাজ্জল হোসেনও জড়িত রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক হাজার ৭৫৩ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি প্রশাসনের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর গাফিলতি ও জালিয়াতির কারণে গত ৫০ বছরে প্রায় সাড়ে ৫০০ একর জায়গা বেদখলে চলে যায়। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় এক হাজার ২০০ কোটি টাকা বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ কমিটির প্রধান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার দেব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় লোকদের একটি চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির জাল দলিল তৈরি করে তা বহিরাগতদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সীমানাপ্রাচীর নির্মাণে বাধা দেওয়ায় গত বছর ভূমি শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার জাকের আহমদকে বহিষ্কার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গার মালিকানা দাবি করে চবি প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন তিনি। গত বছর ৬ ডিসেম্বর মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

চবি নির্বাহী প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পূর্ব পাশে ৭৯ শতক জায়গা নিয়ে সীমানা বিরোধ এখনো চলছে। আশির দশকে এ জায়গাসংক্রান্ত একটি মামলায় তৎকালীন চবিপ্রধান ভূমি কর্মকর্তা মো. ইসকান্দার হোসেন জায়গাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় বলে আদালতে সাক্ষ্য দিলে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়। সীমানাপ্রাচীর সংক্রান্ত বিরোধ কেন্দ্র করে গত এক বছরে ৬টি ফৌজদারি ও ৬টি সিভিল মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা খারিজ হয়ে গেছে। হাইকোর্টে একটি রিট করা হয়েছে। এসব কারণে কাজ এগিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে। নির্মাণকাজ শুরুর পর থেকেই নিয়মিত হুমকি আসছে। মোবাইলে যাবতীয় কল রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেছি। নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা পর্যন্ত স্থাপন করেছি।

জানা যায়, সাবেক ডেপুটি রেজিস্ট্রার হারুনুর রশিদ, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মতিউর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ওয়াহিদুর রহমানের পরিবার, বাংলা বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, বর্তমান ইসলামিয়া কলেজের উপাধ্যক্ষ ও চবি সিনেট সদস্য ড. নুরুল আমিন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সাবেক ডিন আতিকুর রহমান, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন আহমেদ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. আলী আজাদ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও চবি পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হামিদা বানুর সঙ্গেও সীমানা বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তিনি দখলে থাকা ১ শতক জায়গা ছেড়ে দেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান তার পুরো বাড়িটিই নির্মাণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায়।

এ প্রসঙ্গে চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, বিএস জরিপ অনুযায়ী জেলা প্রশাসন যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে, সে অনুযায়ী সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে। যেসব জমি বিএস জরিপে রয়েছে তা সংশোধনের চেষ্টা চলছে। সীমানা নির্ধারণে বাধা এলেও তা আইনগত প্রক্রিয়ায় সমাধানের চেষ্টা চলছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর